খ্রিষ্টধর্মের প্রভু যিশু সংক্রান্ত পর্বসমূহ

সূচীপত্র

প্রভুর জন্মোৎসব
প্রভুর আত্মপ্রকাশ
পাস্কাপর্ব
মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন (২রা ফেব্রুয়ারী)
প্রভুর আগমন সংবাদ (২৫শে মার্চ)
প্রভুর রূপান্তর (৬ই আগস্ট)
পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন (১৪ই সেপ্টেম্বর)
পবিত্র সমাধি মহাগির্জার নকশা

March 19 2023

www.asram.org

প্রভুর জন্মোৎসব

পর্বের উৎপত্তি

প্রভুর 'জন্মদিন' (বা জন্মোৎসব) এমন ধর্মীয় পর্ব যে পর্বে ২৫শে ডিসেম্বরে যিশুর জন্ম উদ্‌যাপন করা হয়।

খ্রিষ্টের জন্ম, যা 'খ্রিষ্টাব্দ' কালগণনা-পদ্ধতির ভিত্তি, আধুনিক ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের মতে আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ৭ থেকে ২ সালের মধ্যে ঘটেছিল (কিন্তু এবিষয়ে নিচের 'খ্রিষ্টাব্দ' বিস্তারিত বিষয়টা দ্রঃ)। যাইহোক, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদিও যিশুর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বরে উদ্‌যাপিত হয়, তবু তাঁর জন্মতারিখ আমাদের কাছে অজানা থেকে যায় কারণ কোন সুসমাচার প্রভু যিশুর প্রকৃত জন্মতারিখ উল্লেখ করে না; এবিষয়ে লুক-রচিত সুসমাচার শুধু এটা বলে যে, সেই কালে রোম সম্রাট ছিলেন আউগুস্তুস, ও কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল (লুক-রচিত সুসমাচার ২:১-২)। এমনটা হতে পারে যে, যেহেতু প্রাচীন রোম ঐতিহ্যে ২৫শে ডিসেম্বরে শীতকালীন অয়নকাল পালন করা হত, সেজন্য যিশু খ্রীষ্টকে 'জগতের আলো' (যোহন-রচিত সুসমাচার ৮:১২ দ্রঃ) দেখাবার লক্ষ্যে তেমন তারিখের সাথে মিলে যাওয়ার জন্যই তারিখটা বেছে নেওয়া হয়েছিল।

২৫শে ডিসেম্বর যে প্রভু যিশুর জন্মতারিখ, সেবিষয় প্রথম সাক্ষ্য ২৩৫ সালের আগে রোমের বিশপ সাধু হিপ্পোলিতুসের 'দানিয়েল পুস্তকের ব্যাখ্যা' নামক একটি লেখায় পাওয়া যায়, অর্থাৎ পৌত্তলিক রোম সম্রাট আউরেলিয়ানুস 'অপরাজিত সূর্যের জন্মোৎসব' চালু করার চার দশক আগে (বাস্তবিকই সম্রাটের প্রবর্তন করা উৎসবটা ২৭৪ সালেই চালু করা হয়েছিল)। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, খ্রিষ্টধর্মের আদিকাল থেকে তিন শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্য দ্বারা অস্বীকৃত হয়ে থাকে এমনকি খ্রিষ্টিয়ান যারা তাদের নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; হাজার হাজার খ্রিষ্টভক্তদের সঙ্গে উপরোল্লিখিত সাধু হিপ্পোলিতুসও খ্রিষ্টনাম স্বীকারের ফলে শহীদ মৃত্যু বরণ করেন।

কিন্তু ৩১৩ সালে রোম সম্রাট কন্‌স্তান্তিনুস, যাঁর মা হেলেনা ইতিমধ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এমন রাজাজ্ঞা জারি করেন যা অনুসারে খ্রিষ্টধর্মকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

এর ফলে (৩৩০ সালের দিকে) খ্রিষ্টিয়ানেরা পৌত্তলিকদের পালিত ‘অপরাজিত সূর্যের জন্মোৎসব’ এর পাশাপাশি একই দিনে, ২৫শে ডিসেম্বরেই, শিশু যিশুর জন্মোৎসব পালন করতে শুরু করে যেহেতু তাদের মতে শিশু যিশুই সত্যিকারের ‘অপরাজিত উদীয়মান সূর্য’।

সুসমাচারের সাক্ষ্যদান

চারটি সুসমাচারের মধ্যে শুধু মথি (১:১৮-২৫) ও লুক (২:১-২০) প্রভু যিশুর জন্মের কথা বর্ণনা বরেন। সেই বর্ণনা অনুসারে প্রভু যিশু কুমারী মারীয়া থেকে সেই বেথলেহেম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে মারীয়া ও তাঁর স্বামী যোসেফ রোম সাম্রাজ্যের জারীকৃত লোকগণনায় অংশ নেবার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল যা অনুসারে বিশ্বকে পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মশীহ দাউদ বংশ থেকে জন্মগ্রহণ করবেন।

লুকের সুসমাচার বর্ণনা করে যে, বেথলেহেমের সরাইখানায় কোন জায়গা না পেয়ে মারীয়া ও যোসেফ একটি গোশালায় আশ্রয় নেন, যার জাবপাত্রে, জন্ম দেওয়ার পরে, মারীয়া শিশুটিকে রাখেন। এক স্বর্গদূতের ঘোষণায়, যে রাখালেরা সেই অঞ্চলে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল, স্বর্গদূতের প্রকাশিত স্থানে ছুটে গিয়ে তারাই ত্রাণকর্তাকে প্রথম দেখেন।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, পঞ্চম শতাব্দীর পোপ মহাপ্রাণ লিও-ই প্রথম প্রভুর জন্মোৎসব ও পাস্কাপর্বের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরেন: প্রভুর জন্মোৎসব পাস্কা-রহস্যের সূচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ও মুক্তিসাধক খ্রিষ্টকে ‘ঈশ্বরের দেহধারী পুত্র’ ঘোষণা ক’রে পাস্কার অর্থ আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস যিশুর জন্মের দারিদ্র্যের পরিস্থিতির উপর জোর দিয়ে এই দারিদ্র্যকে মানবজাতির প্রতি মুক্তিসাধকের মহান ভালবাসার প্রমাণ হিসাবে দেখান।

খ্রিষ্টাব্দ সম্পর্কে

৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এমন খ্রিষ্টিয়ান সন্ন্যাসী জীবনযাপন করেন যিনি জন্মসূত্র স্কুথীয় (অর্থাৎ Σκυθική, স্কুথিকে; আজকাল 'দব্রুগিয়া') অঞ্চলের, অর্থাৎ পারস্যের উত্তর অঞ্চলের মানুষ হয়েও ৫ম শতাব্দীর শেষের দিকে রোমে গিয়ে সেইখানে ৫৪৪ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'দিওনিসিওস', কিন্তু প্রেরিতদূত পলের শিষ্য সাধু দিওনিসিওসের (প্রেরিত ১৭:৩৪ দ্রঃ) সম্মানার্থে তিনি নিজেকে 'ক্ষুদ্র দিওনিসিওস' বলে ডাকতেন। বাইবেল, গণিত, ও গ্রীক কলাবিদ্যায় অধিক দক্ষ হওয়ায় তিনি আজও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত। যাইহোক, ৫২৫ সালে তিনি প্রভু যিশুর জন্মতারিখ গণনা করতে বসেন। ব্যাপারটা তত সহজ নয় এমনকি যথেষ্ট জটিল, কেননা সেকালে চলতি কালপঞ্জি হতে পারত রোম নগরী স্থাপনের তারিখ ভিত্তিক, অথবা রোম সম্রাট দিওক্লেতিয়ানুসের রাজাসন গ্রহণের তারিখ ভিত্তিক, বা নানা রোম প্রদেশপালদের দায়িত্বগ্রহণের তারিখ ভিত্তিক, বা কোন না কোন 'অলিম্পিয়া' নামক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তারিখ ভিত্তিক। সেই অনুসারে, সুসমচারে উল্লিখিত সেই লোকগণনার কথা, লকের সুসমাচারের দু'টো বচন তথা 'তিবেরিউস কায়েসারের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে' (লুক ৩:১-২) ও 'যখন যিশু নিজ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর' (লুক ৩:২৩), এবং রোম-ইতিহাস বিষয়ক নিজের নানা দলিল ভিত্তি ক'রে তিনি প্রভু যিশুর জন্মতারিখ রোম স্থাপনের ৭৫৩তম সনে নির্ধারণ ক'রে সেই সন থেকে খ্রিষ্টাব্দ-ধারা গণনা করতে শুরু করেন। দিওনিসিওস দক্ষ মানুষ হওয়ায় সেকালের ও পরবর্তীকালের পশ্চিমা জগতের সকল মানুষ তাঁর গণনা মেনে নেয়।

এদিকে ১৭শ শতাব্দী থেকে শুরু করে, কিন্তু বিশেষভাবে গত শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় ব্যাপারটা পুনরায় হাতে নিয়ে এ সিদ্ধান্তে একমত হন যে, দিওনিসিওসের গণনা নির্ভুল নয়। কেননা সুসমাচারে উল্লিখিত সেই হেরোদ রাজার মৃত্যু তারিখ যে রোম স্থাপনের ৭৪৯তম সনে হয় তা অনস্বীকার্য, কিন্ত তেমন তারিখ দিওনিসিওসের গণনায় খ্রিঃপূঃ ৪ সনে পড়ে; তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, যিনি শিশু যিশুকে প্রাণে মারবার আজ্ঞা করেছিলেন, সেই হেরোদ যখন যিশুর জন্মের ৪ বছর আগে মারা

গেছিলেন, তখন কেমন করে তিনি শিশু যিশুর মৃত্যু আজ্ঞা করতে পারেন? সেজন্য, তেমন গবেষণার ফলে যিশুর জন্ম যে খ্রিঃপূঃ ৭ ও ৪ সনের মধ্যে (বা অন্যদের মতে ৬ ও ২ সনের মধ্যে) হয়, তা মেনে নেওয়া আজকালের গৃহীত অভিমত, যদিও এমন কেউই নেই যে খ্রিষ্টাব্দের চলতি ধারা পাল্টাবার কল্পনা করে।

এবিষয়ে মাঝে মাঝে এ প্রশ্নও ওঠে: কেনই বা প্রথম খ্রিষ্টাব্দ '০' সন থেকে নয়, '১' সন থেকে শুরু হয়? কারণ দিওনিসিওসের সময় সনের সংখ্যা লাতিন বর্ণমালা প্রয়োগ করে চিহ্নিত করার প্রথা ছিল (উদাহরণ স্বরূপ, ২৯৫০ সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য তারা লিখত 'MMCML', যেখানে M = হাজার, C = একশো, কিন্তু সেই C যেহেতু M এর আগে বসে অর্থাৎ CM = ন'শো, এবং L = পঞ্চাশ); এক কথায়, রোম ঐতিহ্যে সংখ্যা হিসাবে '০' (জিরো) সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল না; দরকার হলে, কিন্তু হিসাব বা গণনায় নয়, তারা এমনিই লিখত 'nil' (নিল) যার অর্থ 'কিছু নেই' বা 'খালি'। সংখ্যা হিসাবে '০' পশ্চিমা জগতে কেবল ১২০০ সালের দিকে আবির্ভূত হয়। সুতরাং যেহেতু দিওনিসিওসের সময়ে রোম-জগতে '০ খ্রিষ্টাব্দ' ছিল অপরিচিত ও অর্থশূন্য একটা শব্দ, সেজন্য আজও আমরা বলতে থাকি খ্রিঃপূঃ ১ ও ১ খ্রিষ্টাব্দ।

নানা দেশে প্রভুর জন্মোৎসবের নাম

সাধারণত খ্রিষ্টিয়ান দেশগুলো উৎসবের নাম হিসাবে 'জন্মদিন' বা 'জন্ম' শব্দটা যে যার ভাষায় ব্যবহার করে, যেমন ফ্রান্সে Noël (নয়েল), স্পেনে Navidad (নাবিদাদ), পর্তুগালে Natal (নাতাল), ইতালিতে Natale (নাতালে); ইত্যাদি।

যে যে ভাষায় উৎসবের জন্য 'জন্মদিন' বা 'জন্ম' শব্দটা ব্যবহৃত নয়, সেগুলোর মধ্যে ইংগ্রেজি উল্লেখযোগ্য; সেই ভাষায় 'ক্রিসমাস' শব্দটি প্রচলিত; শব্দটা এমন যা দু'টো শব্দের সংযোগে উদ্ভূত তথা 'খ্রিষ্টের মিসা', অর্থাৎ 'খ্রিষ্টের উদ্দেশে উদ্‌যাপিত ধর্মানুষ্ঠান'; শব্দটা প্রথমবার ১০৩৮ সালের এক দলিলে উল্লিখিত।

বাংলা ভাষায় 'বড়দিন' শব্দটাও খুব প্রচলিত, কিন্তু দিনটা যে প্রভু যিশুর জন্মের স্মরণার্থে 'বড়দিন' বলে অভিহিত এমন নয়। কেননা জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'বড়দিন' বলতে 'শীতকালীন অয়নকাল' বুঝায় যা একসময়, ঠিক প্রাচীন রোম ঐতিহ্যের মত, প্রতিটি

২৫শে ডিসেম্বর ঘটে বলে ধারণা করা হত (জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে শীতকালীন অয়নকাল অর্থাৎ প্রকৃত 'বড়দিন' ২১শে বা ২২শে ডিসেম্বরে হয়)।

পর্বের প্রস্তুতিকাল

এবিষয়ে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পর্বের প্রস্তুতিকাল হিসাবে খ্রিষ্টমণ্ডলী নানা উপাসনা-রীতি অনুযায়ী নানা সময়কাল পালন করে। সেই অনুসারে লাতিন মণ্ডলীগুলো ২৫শে ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ রবিবার থেকে প্রস্তুতিকাল পালন করতে শুরু করে; সুতরাং প্রস্তুতিকাল আনুমানিক ৪ বা ৬ সপ্তাহ ধরে চলে; কিন্তু অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো ৪০ দিন পালন করে। তেমন প্রস্তুতিকালের উদ্দেশ্যই যেন খ্রিষ্টভক্তগণ বেথলেহেমে প্রভুর প্রথম আগমনের স্মরণে ও সেইসাথে ভাবীকালে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে। উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপরিবর্তন, এ তিনটে শব্দ খুবই সম্পর্কযুক্ত, কেননা উপবাস ছাড়া দয়াকর্ম হয় না, নিছক ভিক্ষা-ই হয়, ফলে প্রকৃত মনপরিবর্তনও হয় না। এক্ষেত্রে প্রাচীনকালের প্রচলিত শিক্ষা উপযোগী হতে পারে: যে উপবাস করে, সে উপবাস করায় যে অর্থ বাঁচায়, তা কাছে রাখতে পারে না; রাখলে তবে সে হয় এমন কৃপণ মানুষের পরিচয় দেয় যে অর্থ বাঁচাবার জন্য না খেয়ে থাকে, না হয় ব্যবসা করে যেহেতু নিজের পুঁজি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য খাবার পর্যন্তও বর্জন করে। সুতরাং দয়াকর্ম করার জন্য উপবাস দরকার, আর এতে মনরিবর্তন প্রকাশ পায় ও প্রস্তুতিকাল সার্থক হয়।

এ প্রস্তুতিকালের ঐতিহ্যগত লাতিন নাম হল Adventus (আদ্বেন্তুস) যার অর্থই 'আগমন', ও সেটার গ্রীক নাম হলো Τεσσαρακοστή (তেসারাকস্তে) যার অর্থ হলো 'চল্লিশতমী' (শব্দটা জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী সেই চল্লিশতমী দিনটাকে নির্দেশ করে যে দিনে চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকাল শুরু হয়)।

এক্ষেত্রেও প্রাচীন লাতিন মণ্ডলীগুলো Adventus শব্দ থেকে আগত শব্দ দিয়ে এ প্রস্তুতিকাল চিহ্নিত করে, যেমন ফ্রান্সে Avent (আবাঁ), স্পেনে Adviento (আদ্বিয়েন্তো), পর্তুগালে Advento (আদ্বেন্তো), ইতালিতে Avvento (আব্বেন্তো),

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে Advent (আদ্বেন্ট) শব্দটা ব্যবহার করে। বাংলায় প্রচলিত শব্দ হলো 'আগমন'।

জন্মোৎসবকাল

২৪শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যায়, জন্মোৎসবকাল শুরু হয় যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বদিন হলো জন্মোৎসব-অষ্টাহের অষ্টমী দিবস; অষ্টম দিন হওয়ায় অষ্টমীটা সবসময় ১লা জানুয়ারীতে পড়ে। সেদিনে মণ্ডলী ঈশ্বরজননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব পালন করে। খ্রিষ্টভক্তগণ ধন্যা মারীয়াকে Θεοτόκος (থেওতোকোস্, গ্রীক শব্দ যার অর্থ 'ঈশ্বরজননী') বলে শ্রদ্ধা করতে ৩য় শতাব্দীতে শুরু করে, এবং পরবর্তীকালে (৪৩২ খ্রিষ্টাব্দে) এফেসস-মহাসভা ঘোষণা করে, যে কেউ ধন্যা কুমারী মারীয়াকে ঈশ্বরজননী বলে স্বীকার করে না, সে ভ্রান্তমতপন্থী, কেননা কুমারী মারীয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হয়েছিলেন বিধায় তাঁর পুত্র যিশু একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ। ১৬শ শতাব্দীতে স্বয়ং মার্টিন লুথারও ধন্যা কুমারী মারীয়োক মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরজননী বলে স্বীকার করেন।

জন্মোৎসবকালের উল্লেখযোগ্য আর একটা মহাপর্ব হলো 'প্রভুর আত্মপ্রকাশ' যা পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ‘প্রভুর আত্মপ্রকাশ’ মহাপর্ব, গ্রীক ভাষায় যার প্রকৃত নাম হলো Επιφάνεια (এপিফানেইয়া), ১২০ সালের দিকে রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মিশর ও আরব প্রদেশে পালিত হতে শুরু হয়; সুতরাং, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এ মহাপর্ব প্রভুর জন্মোৎসবের চেয়ে প্রাচীন। সেই প্রদেশ দু’টোর বিধর্মী অর্থাৎ পৌত্তলিক বাসিন্দারা ৬ই জানুয়ারীতে ‘রাত্রির উপরে জয়ী সূর্য’ স্মরণার্থে শীতকালীন অয়নকাল পালন করত।

সেই অঞ্চল দু’টোর খ্রিষ্টিয়ান সমাজ জয়ী সূর্যের বদলে যিশু খ্রিষ্টকেই (যোহন-রচিত সুসমাচার ৮:১২ দ্রঃ) কেন্দ্র ক’রে পৌত্তলিক পর্বটিকে খ্রিষ্টিয়ান পর্বোৎসব হিসাবে পালন করতে শুরু করে, ও তেমন প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসবের স্মরণার্থ ঘটনা হিসাবে যর্দন নদীতে প্রভুর বাপ্তিস্মকে (মথি ৩,১৩-১৭, মার্ক ১:১০-১১; লুক ৩:২১-২২) বেছে নেয়, কেননা প্রভুর বাপ্তিস্ম লগ্নে পিতা ঈশ্বর স্বর্গ থেকে যিশুকে নিজের প্রিয়তম পুত্র বলে ঘোষণা করায় ও পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের মত তাঁর উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করায় প্রভু যিশু ঈশ্বর বলে ‘প্রকাশিত’ হন। সেসময়ের নানা দলিল থেকে আমরা জানি যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর খ্রিষ্টিয়ানগণ এই নবীন পর্বোৎসবটাকে শুরুতে সাগ্রহে গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু কালক্রমে, যখন পর্বদিনটা ধীরে ধীরে গৃহীত হয় ও খ্রিষ্টিয়ান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রভুর বাপ্তিস্মের মূল ঘটনার পাশাপাশি প্রভু যিশু সংক্রান্ত অন্য ঘটনা যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেসময় পৌত্তলিকদের কাছে Επιφάνεια (এপিফানেইয়া) বলতে মর্তবাসীদের সাহায্যে আগন্তুক কোন একটা দেবতার আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ বুঝাত, ও সেইসঙ্গে কোন একজন রাজার আনন্দপূর্ণ আগমনকেও বুঝাত; সেই অনুসারে খ্রিষ্টিয়ানগণ সেই অর্থ দু’টো, তথা প্রভুর আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ ও তাঁর আনন্দপূর্ণ আগমন সাথে সাথে যিশুখ্রিষ্টের উপরেই আরোপ করে।

২৫শে ডিসেম্বরে পালিত প্রভুর জন্মোৎসবের সঙ্গে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসব ধর্মীয় দিক দিয়ে তুলনা করতে গিয়ে আমরা এই পার্থক্য লক্ষ করতে পারি যে, এক দিকে ২৫শে ডিসেম্বরে পালিত প্রভুর জন্মোৎসব কেবল দেহধারী প্রভু যীশু ও তাঁর মাতা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কেন্দ্র করে, অন্যদিকে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বোৎসব মথির সুসমাচোরে (২:১-১৮) বর্ণিত দু'টো ঘটনা উল্লেখ করে, তথা: (১) প্রাচ্য দেশ থেকে বিধর্মী (পৌত্তলিক) সেই তিন পন্ডিতের আগমন, যাঁরা পথদিশারী একটা তারা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বেথলেহেমে পৌঁছে শিশু যিশুকে তাঁর রাজ-অধিকারের উপযুক্ত উপহার হিসাবে সোনা, তাঁর ঈশ্বরত্বের উপযুক্ত উপহার হিসাবে ধূপ, ও সেই গন্ধনির্যাস অর্পণ করেন যা তাঁর ভাবী যন্ত্রণাভোগ ও পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন স্বরূপ; এবং (২) তাঁদের চলে যাওয়ার পর রাজা হেরোদের নির্দেশে নিরপরাধী শিশুদের হত্যাকান্ড।

শুধু তাই নয়, কয়েক বছরের মধ্যে, পর্বটি কানা গ্রামে যীশুর সাধিত প্রথম অলৌকিক কাজও স্মরণ করে যখন জলকে আঙুররসে পরিণত করে তিনি 'নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন' (যোহনের সুসমাচার, ২ অধ্যায়)। এই সমস্ত দিক আজও খ্রিষ্টিয়ান বিশ্বে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব উদ্‌যাপনে উপস্থিত রয়েছে, যেইভাবে মণ্ডলী পর্বদিনটার 'প্রভাতী বন্দনায়' (অর্থাৎ প্রাতঃকালীন প্রার্থনায়) এই প্রাচীন স্তোত্র গান করে প্রমাণিত করে,

'আজ মণ্ডলী স্বর্গীয় বরের সঙ্গে মিলিতা হল,
কারণ খ্রিষ্ট যর্দন নদীর জলে তার যত পাপ থেকে তাকে ধৌত করলেন;
পন্ডিতগণ রাজার বিবাহোৎসবে উপহার নিয়ে ছুটে আসছেন,
জল আঙুররস হল ব'লে বিবাহ-অতিথিরা আনন্দিত। আল্লেলুইয়া।'

সুতরাং, এক দিক দিয়ে, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব প্রভুর জন্মোৎসবের (বড়দিনের) চেয়ে আরও বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ ঐশতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যিশুর কাছে পন্ডিতদের আগমন ও তাঁর প্রতি তাঁদের দেখানো শ্রদ্ধা খ্রিষ্টধর্মের সার্বজনীনতা তুলে ধরে, একারণে যে, বিধর্মী মানুষ হওয়ায় প্রাচ্য দেশের সেই পন্ডিতত্রয় হয়ে ওঠেন বিশ্বময় বিধর্মী জনগণের প্রতিনিধী অর্থাৎ আমাদেরও প্রতিনিধি; এবং যীশুর

বাপ্তিস্মের বর্ণনায় যিশুর সাথে পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার উল্লেখের মধ্য দিয়ে উৎসবটি এমন মহাঘটনা বলে উপস্থাপিত হয় যা পরম ত্রিত্বের মাহাত্ম্য উদ্‌যাপন করে।

পর্বদিন উদ্‌যাপন তারিখ

প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বদিন প্রভুর জন্মোৎসবের ১২ দিন পরে পালিত। সেই অনুসারে লাতিন মণ্ডলীগুলো প্রভুর জন্মোৎসব ২৫শে ডিসেম্বরে ও প্রভুর আত্মপ্রকাশ ৬ই জানুয়ারীতে পালন করে থাকে। এদিকে অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো উপাসনা ক্ষেত্রে প্রাচীন (অর্থাৎ ১৫৮২ সালের আগেকার) বর্ষপঞ্জি পালন করে বিধায় প্রভুর জন্মোৎসব ৭ই জানুয়ারীতে ও প্রভুর আত্মপ্রকাশ ১৯শে জানুয়ারীতে পালন করে।

নানা দেশে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের নাম

সাধারণত খ্রিষ্টিয়ান প্রাচীন দেশগুলো উৎসবের নাম হিসাবে Επιφάνεια (এপিফানেইয়া) প্রাথমিক শব্দটা রক্ষা ক'রে যে যার বর্ণমালার অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে তা প্রয়োগ করে, যেমন ফ্রান্সে Épiphanie (এপিফানি), স্পেনে Epifanía (এপিফানিয়া), পর্তুগালে ও ইতালিতে Epifania (এপিফানিয়া), যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে Epiphany (এপিফানি) ; ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় প্রভুর 'আত্মপ্রকাশ' নামটাই ব্যবহৃত যা Επιφάνεια (এপিফানেইয়া) শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ।

প্রভুর জন্মোৎসবকালের সমাপ্তি

রোম মণ্ডলীর সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রভুর জন্মোৎসবকালের সমাপ্তি প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী রবিবারে সমাপ্ত হয়। সেদিন 'প্রভুর বাপ্তিস্ম' (যা কানা গ্রামে বিয়ে বাড়ির অলৌকিক কাজের সঙ্গে প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বেও স্মরণ করা হয়েছিল) পুনরায় পালিত হয়, ও পরবর্তী সোমবারে 'সাধারণকাল' শুরু হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিটি খ্রিষ্টিয়ান দেশ বিকল্প তারিখ পালন করার সুযোগ নিতে পারে। একথা বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য মণ্ডলীগুলো যে যার নিয়ম পালন করে।

পাস্কাপর্ব

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

পাস্কাপর্ব পালন বাইবেলের পুরাতন নিয়মকালে শুরু হয়। সেই পর্বদিনে ইস্রায়েল-সন্তানেরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত (যাত্রাপুস্তক ১২:৭)। শব্দ হিসাবে ‘পাস্কা’ হিব্রু ‘פֶּסַח’ (পেসাহ্) শব্দ থেকে আগত শব্দ যার সম্ভাব্য অর্থই পার হওয়া, এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমার্থক শব্দ। বাস্তবিকই যে রাতে অত্যাচারী মিশরীয়দের প্রথমজাত পুত্রকে আঘাত করা হয়েছিল, সেই রাতে প্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের ঘর ‘ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন’ (যাত্রাপুস্তক ১২:২৩), আর সেজন্যই সেকাল থেকে দিনটা ‘পাস্কা’ বলে অভিহিত হয় এবং ইস্রায়েল-সন্তানেরা (যাদের আজকালে ইহুদী বলা হয়) প্রতি বছর পাস্কাপর্ব পালন করে আসছে; সুতরাং ইহুদী হওয়ায় প্রভু যিশুও জীবনকালে পাস্কাপর্ব পালন করতেন।

কিন্তু, যেহেতু প্রভু যিশু পাস্কাপর্ব পালন করার সময় শয়তানের হাত থেকে আমাদের ত্রাণকর্ম সাধন করেছিলেন, সেজন্য খ্রিষ্টিয়ান বিশ্বে, ‘পাস্কা’ শব্দটা নবীন অর্থ অর্জন ক’রে প্রভুর সেই যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে বোঝায় যা আনুমানিক ৩০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল। পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন (বা আরও বিশুদ্ধ ভাবে, ‘পাস্কাপর্বের দিবসত্রয়’ উদ্‌যাপন) পাস্কা রবিবারের আগের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শুরু হয় ও পাস্কা রবিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়।

খ্রিষ্টমণ্ডলীকালের প্রথম শতাব্দীতে প্রভুর পুনরুত্থান প্রতি রবিবার পালিত হত, এমনকি তা এখনও সেইভাবে পালিত হয়। শুধুমাত্র প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকেই পাস্কাপর্ব স্বতন্ত্র একটা পর্বোৎসব হিসাবে পালিত হতে শুরু হয় এবং তেমনটা খ্রিষ্টিয়ান জগতের গ্রীকভাষী প্রাচ্য ও লাতিনভাষী পশ্চিম উভয় অঞ্চলে ঘটে।

নানা খ্রিষ্টিয়ান পর্বোৎসবের মধ্যে পাস্কাপর্বটাই প্রধান পর্ব হিসাবে গণ্য, কারণ পর্বটা ত্রাণকর্তার জীবনের তিনটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করে (অর্থাৎ প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান)।

খ্রিষ্টীয় ইতিহাসে পাস্কাপর্বের গুরুত্ব আরেকটা বিষয় দ্বারা প্রকাশিত, কেননা প্রতি সপ্তাহের চার দিন পাস্কা-দিবসত্রয় স্মরণ করে: বৃহস্পতিবার প্রভুর অন্তিম সান্ধ্য ভোজকে, শুক্রবার তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুকে, শনিবার পাতাল-বন্দিদের মুক্ত করার জন্য পাতালে প্রভুর অবরোহণকে, এবং রবিবার তাঁর পুনরুত্থানকে স্মরণ করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো এ যে, পাস্কা-দিবসত্রয় গণনার জন্য প্রাচীন ইহুদী ঐতিহ্য পালন করা হয় যা অনুসারে দিনটা সন্ধ্যায় শুরু হয় (আদিপুস্তক ১:৫, ইত্যাদি পদ দ্রঃ), সুতরাং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পযর্ন্ত হলো দিবসত্রয়ের প্রথম দিবস, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হলো দ্বিতীয় দিবস, ও শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হলো তৃতীয় দিবস। বাস্তবিকই আজকালেও খ্রিষ্টীয় উপাসনায় রবিবার শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হয়।

পাস্কাপর্বের তারিখ

প্রতি বছরে পাস্কাপর্বটা আলাদা তারিখে পড়ে, অর্থাৎ সেই রবিবারেই পড়ে যা মহাবিষুবের পূর্ণিমার পরবর্তী প্রথম রবিবার; কিন্তু, যেহেতু প্রাচীনকালের গণনা অনুসারে মহাবিষুবটা সবসময় ২১শে মর্চে পড়ত, সেজন্য সেই প্রথা রক্ষা ক'রে পাস্কা রবিবার সবসময় ২৬শে মার্চ ও ২৫শে এপ্রিলের মধ্যেই পড়বে। এদিকে অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো উপাসনা ক্ষেত্রে প্রাচীন (অর্থাৎ ১৫৮২ সালের আগেকার) বর্ষপঞ্জি পালন করে বিধায় পাস্কাপর্বটাকে মোটামুটি দুই সপ্তহ পরে পালন করে।

নানা দেশে পাস্কাপর্বের নাম

বেশির ভাগ খ্রিষ্টিয়ান দেশ যে যার ঐতিহ্য অনুযায়ী হিব্রু 'פֶּסַח' (পেসাহ্) শব্দটা বা আরামীয় 'פַּסְחָא' (পাস্খা) শব্দটা উচ্চারণ করে, যেমন পাস্খা, পাস্কুয়া, পাস্কোয়া ইত্যাদি সমরূপ শব্দ। তবু কয়েকটা দেশ (যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) পর্বটাকে Easter

(ইস্টার) বলে থাকে; সেটা এমন শব্দ যা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ সাধু বীডের মতে উর্বরতার Eostre বা Eostrae প্রচীনকালীন দেবীর নাম থেকে উৎপন্ন।

পর্বের প্রস্তুতিকাল

এক্ষেত্র একথা উল্লেখযোগ্য যে, পর্বের প্রস্তুতিকাল হিসাবে খ্রিষ্টমণ্ডলী নানা উপাসনা-রীতি অনুযায়ী ৪০ বা ৪৮ দিন পালন করে। প্রভু যিশু যেমন মরুপ্রান্তরে উপবাস ও তপস্যা পালনে ৪০ দিন অতিবাহিত করেছিলেন, তেমনি খ্রিষ্টভক্তগণ চল্লিশদিন ব্যাপী উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপরিবর্তন সাধনা করে চলে। সেই কালে দীক্ষাপ্রার্থীরা দীক্ষা-সাক্রামেন্তত্রয় গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

উপবাস, দয়াকর্ম ও মনপরিবর্তন ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের প্রচলিত শিক্ষা স্মরণ করা উপযোগী হতে পারে: যে উপবাস করে, সে উপবাস করায় যে অর্থ বাঁচায়, তা কাছে রাখতে পারে না; রাখলে তবে সে হয় এমন কৃপণ মানুষের পরিচয় দেয় যে অর্থ বাঁচাবার জন্য না খেয়ে থাকে, না হয় সে ব্যবসা করে যেহেতু নিজের পুঁজি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য খাবার পর্যন্তও বর্জন করে। সুতরাং দয়াকর্ম করার জন্য উপবাস দরকার, আর এতে মনরিবর্তন প্রকাশ পায় ও প্রস্তুতিকাল সার্থক হয়।

এ প্রস্তুতিকালের ঐতিহ্যগত লাতিন নাম হলো Quadragesima (কুয়াদ্রাগেসিমা) ও গ্রীক নাম হলো Τεσσαρακοστή (তেসারাকস্তে); শব্দ দু'টোর অর্থ হলো 'চল্লিশত্তমী', অর্থাৎ শব্দটা পাস্কাপর্বের পূর্ববর্তী সেই চল্লিশত্তমী দিনটাকে নির্দেশ করে যে দিনে চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকাল শুরু হয়।

এক্ষেত্রেও প্রাচীন লাতিন মণ্ডলীগুলো Quadragesima শব্দ থেকে আগত শব্দ দিয়ে এ প্রস্তুতিকাল চিহ্নিত করে, যেমন ফ্রান্সে Carême (কারেম্), স্পেনে Cuaresma (কুয়ারেস্মা), পর্তুগালে Quaresma (কুয়ারেস্মা), ইতালিতে Quaresima (কুয়ারেসিমা); ইত্যাদি। তবু আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপের কয়েকটা দেশ (যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ইত্যাদি দেশ) Lent (লেন্ট) বা সমরূপ শব্দ ব্যবহার করে যার অর্থ হলো 'বসন্তকাল'। বাংলায় নানা শব্দ প্রচলিত যেমন উপবাসকাল, তপস্যাকাল, প্রায়শ্চিত্তকাল ও সম্ভবত আরও শব্দ; ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ও এমন লক্ষণ

ব্যক্ত করে যে, প্রস্তুতিকালের নাম আরোপ করায় ভুল পদ্ধতি পালন করা হয়ছে। কেননা সাধারণত মণ্ডলীর পরম্পরাগত নাম ভিত্তি ক'রে বা প্রয়োজন হলে সেই কালের মিসার প্রার্থনাসমূহে ব্যবহৃত পাঠ্য ভিত্তি ক'রেই নামটা স্থির করার নিয়ম; এক্ষেত্রে পরম্পরাগত নাম 'চল্লিশত্তমী' হওয়ায়, ও মিসার প্রার্থনাগুলো প্রায়ই 'চল্লিশ' শব্দটা ব্যবহার করায়, হয় 'চল্লিশত্তমী কাল', না হয় ৪০ ভিত্তিক অন্য উপযোগী নাম (উদাহরণস্বরূপ 'চল্লিশাকাল' স্থির করা বাঞ্চনীয়।

পাস্কাকাল

পাস্কাকাল পাস্কা-রবিবারে শুরু হয়; চল্লিশ দিন পর প্রভুর স্বর্গারোণ পর্ব পালন করা হয়, এবং পঞ্চাশ দিন পর, 'পঞ্চাশত্তমী' বলে অভিহিত পর্বদিনে, খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই মহাঘটনা স্মরণ করে যখন পবিত্র আত্মা প্রভুর শিষ্যদের উপরে নেমে আসেন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ২:১-৪)। এই পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনেই পাস্কাকাল সমাপ্ত হয়।

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

Ὑπαπαντή (হিপাপান্তে, গ্রীক শব্দ যার অর্থই [আপন ভক্তজনদের সঙ্গে প্রভুর] ‘সাক্ষাৎকার’) নামে বলেও অভিহিত এই পর্ব গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলীতে যথেষ্ট প্রাচীনকাল থেকে পালিত, যেইভাবে পাতারার বিশপ মেথোদিউস († ৩১২ সালে), যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল († ৩৬০ সালে), নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি († ৩৮৯ সালে), নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি († ৩৯৪ সালে), কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তম († ৪০৭ সালে) ইত্যাদি বিশপদের উপদেশগুলোতে প্রমাণিত। কালক্রমে পশ্চিমা লাতিন মণ্ডলীগুলোও পর্বটি গ্রহণ করে।

বাইবেলের সাক্ষ্যদান

পর্বটি সাধু লুক রচিত সুসমাচারের এ বাণীকেই (লুক ২:২২-৩৯) প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করে: “যখন মোশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা তাঁকে [শিশু যিশুকে] যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;—আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু’টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করেন। সেসময়ে যেরুশালেমে শিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যিশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন: ‘হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন

তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও; কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে: ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।' শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, 'দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।' আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আশের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুশালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যিশুর কথা বলতে লাগলেন। প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন।"

সুসমাচারের এবাণীর শুরুতে "মোশির বিধান অনুসারে শুচীকরণ-কালের" সেই কথা উল্লিখিত যা পুরাতন নিয়মের লেবীয় পুস্তকে এভাবে ব্যক্ত: "প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে ছেলে প্রসব করে, সে সাত দিন অশুচি থাকবে, যেমন ঋতুজনিত অশুচিতাকালে, তেমনি সে অশুচি থাকবে। অষ্টম দিনে শিশুটির লিঙ্গের অগ্রচর্ম পরিচ্ছেদিত হবে। সেই স্ত্রীলোক তার রক্তস্রাব শুচীকরণের জন্য তেত্রিশ দিন অপেক্ষা করবে; যেপর্যন্ত শুচীকরণের দিনগুলি পূর্ণ না হয়, সেপর্যন্ত সে কোন পবিত্রীকৃত বস্তু স্পর্শ করবে না, এবং পবিত্রধামে ঢুকবে না। যদি সে মেয়ে প্রসব করে, তবে যেমন অশুচিতাকালে, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকবে; পরে সে তার রক্তস্রাব শুচীকরণের জন্য ছেষট্টি দিন অপেক্ষা করবে। পরে ছেলে বা মেয়ে প্রসবের শুচীকরণের দিনগুলি সম্পূর্ণ হলে সে আহুতির জন্য এক বছরের একটা মেষশাবক, এবং পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা পায়রার ছানা বা একটা ঘুঘু সাক্ষাৎ-

তাঁবুর প্রবেশদ্বারে যাজকের কাছে আনবে। যাজক প্রভুর সামনে তা উৎসর্গ করে সেই স্ত্রীলোকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; তখন সে তার রক্তস্রাব থেকে শুচি হবে। ছেলে বা মেয়ে প্রসব করে এমন স্ত্রীলোকের জন্য নির্দেশ এই। তার যদি মেষশাবক যোগাবার সামর্থ্য না থাকে, তবে দু'টো ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা আনবে: একটা আহুতির জন্য, অন্যটা পাপার্থে বলিদানের জন্য। যাজক তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, আর সে শুচি হবে" (১২:২-৮); এবিষয়ে যাত্রা ১৩:১২-১৫ ও পুরাতন নিয়মের অন্য অন্য স্থানও দ্রষ্টব্য।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্যে মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন পর্ব

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, যিশুর পিতামাতা প্রভুর আদেশমত যিশুর জন্মের চল্লিশ দিন পরে যেরুশালেম-মন্দিরে প্রবেশ করেন। সেজন্য, যেখানে প্রভুর জন্মোৎসব ২৫শে ডিসেম্বরে পালিত, সেখানে পর্বটি ২রা ফেব্রুয়ারীতে, এবং যেখানে প্রভুর জন্মোৎসব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত, সেখানে পর্বটি ১৫ই (বা ১৪ই) ফেব্রুয়ারীতে উদ্‌যাপিত।

আরও, যেহেতু যিশুর পিতামাতা শিশু যিশুকে 'প্রভুর সামনে হাজির' করার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, সেজন্য পর্বটি 'মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন' বলে অভিহিত; আর যেহেতু যাঁরা 'ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন' শিশু যিশু সেই শিমেয়োন ও আন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেজন্য পর্বটি 'সাক্ষাৎকার' বলেও অভিহিত। তাই পর্বটির উদ্দেশ্যই যেন শিমেয়োন ও আন্নার মত খ্রিষ্টভক্তগণও 'ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায়' থেকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁকে সর্বজাতির ত্রাণকর্তা বলে ঘোষণা করে।

এবিষয়ে পর্বের অনুষ্ঠান-রীতিও আমাদের উদ্দীপিত করে, কেননা যেমন ভক্তপ্রাণ শিমেয়োন শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে প্রভুর পরিত্রাণকে "ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো" বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনি সেই ঐশ্বরিক "আলো" স্মরণ করার লক্ষ্যে আমরা মোমবাতি হাতে করে শোভাযাত্রা করি।

পর্ব সংক্রান্ত অতিরিক্ত একটা সাক্ষ্য

৩৮১ সালে এগেরিয়া (বা এথেরিয়া) নামক সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা পুণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রা করে ৩৮৪ সাল পর্যন্ত নানা পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত তথ্য নিজের 'তীর্থযাত্রা' লেখায় সংগ্রহ করেন, তা থেকে কিছুটা উল্লেখ করা উপযোগী হতে পারে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্বের পরবর্তী চল্লিশতম দিন এখানে [অর্থাৎ, যেরুশালেমে] মহত্তম মর্যাদা সহকারে পালিত, কেননা সেই দিনে পুনরুত্থান-মহাগির্জা অভিমুখে একটা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় যে শোভাযাত্রায় সবাই এমন আনন্দের সঙ্গে যোগ দেয় ঠিক যেন পাস্কাপর্ব পালন করা হচ্ছে। পুরোহিত সকল ও তাঁদের পরে স্বয়ং বিশপ এমন উপদেশ প্রদান করেন যার আলোচ্য বিষয় সবসময় হলো সুসমাচারের সেই ঘটনা যা অনুসারে যোসেফ ও মারীয়া [যিশুর জন্মের পরবর্তী] চল্লিশতম দিনে প্রভুকে মন্দিরে নিয়ে গেছিলেন এবং সেই শিমেয়োন ও ফানুয়েলের কন্যা সেই নারী-নবী আন্না তাঁকে দেখেছিলেন। উপদেশগুলোতে সেই বাণীগুলো ব্যাখ্যা করা হয় যা সেই দু'জন ব্যক্তি প্রভুর দর্শনে উচ্চারণ করেছিলেন, ও সেই উৎসর্গ-কর্মের কথাও ব্যাখ্যা করা হয় যা প্রভুর পিতামাতা সম্পাদন করেছিলেন। অবশিষ্ট সমস্ত কিছু সমাধা হলে সাক্রামেন্তটা [অর্থাৎ মিসা] উদ্‌যাপন করা হয় ও বিদায় প্রদান করা হয়।' তাতে আমরা অনুমান করতে পারি যে সেসময় যেরুশালেমে প্রভুর জন্মোৎসব ২৫শে ডিসেম্বরে নয়, ৬ই জানুয়ারিতে পালিত ছিল; এমনটাও লক্ষ করি যে, শোভাযাত্রার কথা উল্লিখিত হলেও মোমবাতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। বাস্তবিকই মোমবাতি সহ শোভাযাত্রা করার নিয়ম এগেরিয়ার তীর্থযাত্রার প্রায় সত্তর বছর পরে, আনুমানিক ৪৫০ সালে, যেরুশালেমে শুরু হয়।

প্রভুর আগমন সংবাদ

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

৩৩৬ সালের একটা দলিল দেখায়, রোম-মণ্ডলীগুলো মহাপর্বটিকে সেই তারিখের আগেও পালন করছিল; অন্য দিকে, গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো মহাপর্বটিকে একই ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশে পালন করতে শুরু করে। মহাপর্বটি নানা নামে অভিহিত ছিল, যেমন "Festum Incarnationis" (ফেস্তুম ইঙ্কার্নাতিওনিস, লাতিন শব্দ যার অর্থ '(প্রভুর) মাংস-হওয়া পর্ব'), "Conceptio Christi" (কঞ্চেপ্তিয় খ্রিস্তি , লাতিন শব্দ যার অর্থ 'খ্রিষ্টকে গর্ভধারণ'), "Conceptio Domini" (কঞ্চেপ্তিয় দমিনি, লাতিন শব্দ যার অর্থ 'প্রভুকে গর্ভধারণ') ও "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου" (হো এউয়াঙ্গেলিস্মস তেস্ থেওতোকু, গ্রীক শব্দ যার অর্থ 'ঈশ্বরজননীর কাছে শুভসংবাদ-দান')।

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন পর্বের মত প্রভুর আগমন সংবাদ মহাপর্বও প্রভুর জন্মোৎসবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেননা যত দিন একটি শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, প্রভুর জন্মোৎসবের তত দিন আগে অর্থাৎ আনুমানিক ৪০ সপ্তাহ (বা ২৮৫ দিন) আগেই তথা ২৫শে মার্চেই মহাপর্বটি পালিত। কিন্তু, যে মণ্ডলীগুলো প্রভুর জন্মোৎসব ৬ই জানুয়ারীতে পালন করে, সেই গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো যেমন মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন পর্বটি ২রা ফেব্রুয়ারীতে নয় ১৪ই (অথবা ১৫ই) ফেব্রুয়ারীতে পালন করে, তেমনি এ মহাপর্বটিকেও ৭ই এপ্রিলে পালন করে থাকে। তবু ২৫শে মার্চ পাস্কা-প্রস্তুতিকালের কোন একটা রবিবারে বা পুণ্য সপ্তাহে পড়লে, তবে মহাপর্বটি অন্য তারিখে পালন করা হয়; কেবল গ্রীক অর্থডক্স মণ্ডলীগুলোই তারিখ পাল্টায় না, তাই পাস্কাপর্ব ৭ই এপ্রিলেও পড়লে সেই মণ্ডলীগুলো একই দিনে পাস্কা মহাপর্ব ও প্রভুর আগমন সংবাদ মহাপর্ব একসাথে পালন করে ও তেমন মহাপর্বের নাম "κυριοπάσχα" (কিরিওপাস্খা, প্রভুর পাস্কা) বিশেষ নাম গ্রহণ করে।

সুসমাচারের সাক্ষ্যদান

যদিও প্রভুর আগমন সংবাদ মথি সুসমাচারেও উল্লিখিত (মথি ১:১৮-২৫), তবু মহাপর্বটি লুক সুসমাচার অনুসারে কুমারী মারীয়ার কাছে দূত-সংবাদের কথা স্মরণ করায় (লুক ১:২৬-৩৮):

“ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।’ এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, ‘ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।’ মারীয়া দূতকে বললেন, ‘এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?’ উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, ‘পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ’মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।’ মারীয়া বললেন, ‘এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।’ তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।”

খ্রিষ্ট-ধর্মতত্ত্বে প্রভুর আগমন সংবাদ

খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত ঐতিহ্য এককণ্ঠে স্বীকার করে, যখন কুমারী মারীয় দূত-সংবাদের সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করেন, তখনই মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের চিরন্তন সন্ধি-ইতিহাস শুরু হয় কেননা সেই ক্ষণেই ঈশ্বরের 'বাণী হলেন মাংস' (যোহন ১:১৪)। অর্থাৎ সেই ক্ষণেই, মাতৃগর্ভে থাকতেই, মানবেতিহাসে যিশুর মুক্তিকর্ম শুরু হয়। বাস্তবিকই ধন্যা কুমারী মারীয়া যখন তাঁর আত্মীয়া এলিশাবেথের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন 'এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল' (লুক ১:৪১) ও 'মারীয়া বললেন, প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ' কারণ ঈশ্বর 'আপন দয়া স্মরণ ক'রে তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন, যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল' (লুক ১:৪৬, ৫৪-৫৫)।

সুতরাং, এ পর্ব উদ্‌যাপনে খ্রিষ্টবিশ্বাসী আমরা এ বিশ্বাস ঘোষণা করি যে, যখন মারীয়া নিজের সম্মতি জানান, সেই ক্ষণেই পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি সিদ্ধি লাভ করে, ও সেই ক্ষণেই আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর সেই ইম্মানুয়েল একাধারে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ বলে আবির্ভূত হন।

প্রভুর রূপান্তর

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

প্রভুর রূপান্তর নেস্তরিউসপন্থী খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ৫ম শতাব্দীর শেষের দিকে, অর্থাৎ আনুমানিক ৪৭৫ ও ৪৯৫ সালের মধ্যে পর্ব বলে পালিত হচ্ছিল, যদিও পর্বটি সংক্রান্ত প্রামাণিক দলিল পশ্চিম সিরিয়ার মোটামুটি দু' শত বছর পরের নানা পাণ্ডুলিপি, অর্থাৎ ৭ম শতাব্দীর লেখা। শুরু থেকেই পর্বটির নাম 'Μεταμόρφωσις' (মেতামোর্ফসিস) বলে স্বীকৃত, এমন গ্রীক শব্দ যার অর্থ 'রূপান্তর'। প্রামাণিক দলিলের মধ্যে সিনাইবাসী সাধু আনাস্তাসিওসের একটা উপদেশ উল্লেখযোগ্য যা তিনি প্রভুর রূপান্তর পর্ব উপলক্ষে তাবর পর্বতে সম্মিলিত তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ করে প্রদান করেছিলেন। এতে অনুমান করা যায়, সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে যে অনামা 'উঁচু পর্বতে' প্রভু যিশু রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেইকালের মানুষ ধরে নিচ্ছিল পর্বতটা তাবর পর্বত। কিন্তু তেমন ধারণা সঠিক নাও হতে পারে, কেননা তাবর পর্বতটা প্রকৃতপক্ষে তত উঁচু পর্বত নয়, ও যিশুর সময় সেই পর্বতচূড়ায় সেনাদল সহ সুরক্ষিত একটা দুর্গ ছিল অথচ সুসমাচার স্পষ্টই বলে যে, যিশু 'নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য' শিষ্যদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, রূপান্তরের আগে যিশু ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলে ছিলেন; সেটা এমন শহর যা হার্মোন পর্বতের পাদতলে অবস্থিত। অতএব, অনামা সেই 'উঁচু পর্বত'টা হার্মোন পর্বতও হতে পারে।

পর্বটির তারিখের জন্য যে ৬ই আগষ্ট স্থির করা হয়েছিল, এর কারণ হলো যে, সেকালে প্রচলিত ধারণা অনুসারে প্রভুর রূপান্তর তাঁর ক্রুশারোপণের চল্লিশ দিন আগে হয়েছিল, আর যেহেতু রূপান্তর পর্বের আগে মধ্যপ্রাচ্যে 'পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন' মহাদিবস ১৪ই সেপ্টেম্বরে পালিত ছিল, সেজন্য রূপান্তর পর্বটি ১৪ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী চল্লিশতম দিনে তথা ৬ই আগস্টে স্থির করা হয়। পশ্চিমা মণ্ডলীগুলোর কথা বলতে গিয়ে রূপান্তর পর্বটির প্রথম প্রামাণিক দলিল নবম শতাব্দীর দলিল।

সুসমাচারের সাক্ষ্যদান

প্রভুর রূপান্তরের কথা মথি ১৭:১-৮, মার্ক ৯:২-৮ ও লুক ৯:২৮-৩৬-তে প্রায়ই সমান ভাবে উল্লিখিত বিধায় এই লেখায় কেবল মথির বর্ণনা উপস্থাপন করা হবে: "ছ' দিন পর পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না।"

তাছাড়া পিতরের ২য় পত্রের এ বাণীও উল্লেখযোগ্য, "নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বস্তুত তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন সেই ঐশমহিমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কাছে এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল: ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম" (২ পিতর ১:১৬-১৮)।

খ্রিস্ট-ধর্মতত্ত্বে প্রভুর রূপান্তর রহস্য

প্রভুর রূপান্তর সর্বপ্রথমে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে উপস্থাপন করে, কেননা তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ের মত (মথি ৩:১৭) এবারও স্বয়ং পিতা ঈশ্বর বলেন, 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন'। কিন্তু 'তাঁর কথা শোন' পরবর্তী উক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর বোঝাতে চান, যিশুই তাঁর প্রকৃত ও একমাত্র প্রকাশকর্তা ও মুখপাত্র। পুরাতন নিয়মের বিধানের প্রতিনিধি মোশি ও নবীসকলের প্রতিনিধি এলিয় উপস্থিত আছেন; কিন্তু সুসমাচারের বর্ণনায় শিষ্য তিনজনের কাছে অর্থাৎ সকল মানুষের কাছে এমন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই মোশি ও সেই এলিয় আর নয়, আপন ঈশ্বরত্ব গুণে ও পিতা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যিশুই স্বয়ং ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী ও কণ্ঠস্বরূপ। তাছাড়া যিশুর এ বাণীও সত্য বলে প্রমাণিত যে, 'ঈশ্বর মৃতদের নয়, জীবিতদেরই ঈশ্বর' (মথি ২২:৩২ দ্রঃ)। বাস্তবিকই দেখা যাচ্ছে যে, সেই যে মোশি দেড় হাজার বছর আগে মারা গেছিলেন ও সেই যে এলিয়কে শত শত বছর আগে স্বর্গে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল (২ রাজা ২:১১ দ্রঃ), তাঁরা এখন ঈশ্বরের পুত্রের সাক্ষাতে জীবিত বলে উপস্থাপিত; এর অর্থ স্পষ্ট: যে বিশ্বাসী, সে মারা গেলেও পুনরুত্থান করবে। উপরন্তু, প্রভুর রূপান্তর যে একটা উঁচু পর্বতচূড়ায় ঘটে, তাও লক্ষণীয় বিষয়, কেননা বাইবেলের ঐতিহ্য অনুযায়ী পর্বতচূড়া নিম্নলোক ও ঊর্ধ্বলোকের মধ্যস্থানে স্থিত বিধায় স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সঙ্গে মর্ত-মানুষের সাক্ষাৎস্থান বলে গণ্য ছিল; বস্তুত মোশি সিনাই পর্বতচূড়ায় চল্লিশদিন চল্লিশরাত ঈশ্বরের সাক্ষাতে অতিবাহিত করে বিধান গ্রহণ করেছিলেন, এলিয় হোরেব পর্বতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (১ রাজা ১৯:৯-১৩), যিশু একটা পর্বত থেকে সুখ-বাণী ঘোষণা করেছিলেন (মথি ৫:১) ও জৈতুন পর্বত থেকে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন (প্রেরিত ১:৯), ইত্যাদি ।

উপরে দেখানো হয়েছে, প্রভুর রূপান্তর কেবল ৫ম শতাব্দীতে পর্ব হিসাবে পালিত হতে লাগল। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, সেকালের আগে রহস্যটি কম গুরুত্বের অধিকারী ছিল। বরং রহস্যটি খ্রিস্ট-ধর্মতত্ত্বের সূচনাকাল থেকেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ দ্বারা গবেষণা ও ব্যাখ্যার বস্তু ছিল। আনুমানিক ১৭০ সালে সাধু ইরেনেউস রূপান্তরিত প্রভু যে শিষ্যদের কাছে ঐশ্বরিক অবস্থায় নিজেকে দেখিয়েছিলেন, সেবিষয়ে একেবারে

আকর্ষিত হয়ে লিখেছিলেন, ‘জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব, ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন’ (ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে, ৪র্থ পুস্তক, ২০:৭)। এবং প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা অরিগেনেস কয়েক বছর পর রহস্যটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পরবর্তীকালের যত ব্যাখ্যাতা তাতে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন; তিনি বিশেষভাবে এ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে, পর্বত থেকে নামবার সময়ে যখন যিশু শিষ্যদের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন (মথি ১৭:৯ দ্রঃ), তখন প্রভুর রূপান্তর ও তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে অবশ্যই একটা সম্পর্ক রয়েছে; সম্পর্কটা এমন যা খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতা অপূর্বভাবে চিহ্নিত করে, কেননা তাঁর মতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন যিশুতে অবিরত রূপান্তর স্বরূপ যা বিশ্বাসীর পুনরুত্থানে সিদ্ধি লাভ করবে; বিষয়টা প্রেরিতদূত পলের এবাণী দ্বারাও সমর্থিত, ‘আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি’ (২ করি ৩:১৮-ও)। তাছাড়া রূপান্তর বিষয়ক অরিগেনেসের সার্বিক ব্যাখ্যা ও বিশেষভাবে উপরোল্লিখিত মন্তব্যটা ঐশতত্ত্বে এতই রাষ্ট্র করেছে যে সেকাল থেকে যাঁরা সেবিষয়ে কথা বলেছেন ও এখনও বলেন, তাঁরা যে অরিগেনেসের কথাই পুনরাবৃত্তি করছেন সেবিষয়েও সচেতন নয়।

যাই হোক, উপরে, ‘পর্বের উৎপত্তি’ পর্বে, রূপান্তর বিষয়ক প্রথম প্রামাণিক দলিলের মধ্যে ৭ম শতাব্দীর সিনাইবাসী সাধু আনাস্তাসিওসের একটা উপদেশের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। আসুন, সেই উপদেশের কিছুটা অংশ উপস্থাপন করা হোক:

“আপন রূপান্তরের রহস্যকে যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে তাবর পর্বতে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য ও গৌরবে তাঁর নিজের দ্বিতীয় আগমন বিষয়ে তাঁদের কাছে কথা বলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সম্ভবত তাঁর কথা শিষ্যদের মন তত জয় করতে পারেনি বিধায় প্রভু তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর ও গভীরতর করার জন্য ও বর্তমান ঘটনাবলির মাধ্যমে শিষ্যেরা যেন ভাবী ঘটনাবলির নিশ্চয়তায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন সেজন্যও তিনি তাঁদের কাছে নিজের ঈশ্বরত্বের দীপ্তি দেখাতে ইচ্ছা করলেন, ও

তেমনটা করে তিনি যেন স্বর্গরাজ্যের পূর্বচ্ছবিসূচক একটা বাস্তব উদাহরণ তাঁদের দিতে পারেন।

খ্রিষ্ট যে যা ইচ্ছা করতেন তা সবই সাধন করতে পারতেন, তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সুসমাচার-রচয়িতা লিখেছিলেন, 'ছ' দিন পর পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন' (মথি ১৭:১-৩)।

এটিই আজকের পর্বের আশ্চর্য বাস্তবতা, এটিই সেই পরিত্রাণ-রহস্য যা আজ এই পর্বতচূড়ায় আমাদের জন্য সিদ্ধিলাভ করে; এটিই সেই বিষয় যা এ ক্ষণে আমাদের সম্মিলিত করছে, তথা খ্রিষ্টের মৃত্যু ও একাধারে তাঁর গৌরব।

খ্রিষ্টের দ্বারা বেছে নেওয়া ও আলোকিত শিষ্যদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তেমন অনির্বচনীয় ও পবিত্র রহস্যগুলোর অন্তরঙ্গ বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার জন্য, এসো, সেই ঈশ্বরকে শুনি যিনি আপন রহস্যময় কণ্ঠে ঊর্ধ্ব থেকে অবিরতই নিজের কাছে আমাদের আহ্বান করছেন। এসো, সাগ্রহেই সেখানে যাই। এমনকি, আমি সাহস করে বলতাম, যিনি এখন স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য নিজেকে পথপ্রদর্শক ও পথদিশারী করছেন, এসো, আমরা সেই যিশুর মতই সেখানে যাই, কেননা তাঁর সঙ্গে থেকে আমরা সেই আলোতে পরিবেষ্টিত হব যে আলোকে কেবল বিশ্বাসের চোখ দেখতে সক্ষম। তবেই আমাদের আত্মিক চেহারা রূপান্তরিত হয়ে তাঁর আপন চেহারার অনুরূপ হয়ে উঠবে; তাঁর মত আমরাও রূপান্তরের স্থায়ী অবস্থায় প্রবেশ করব কারণ ঐশস্বরূপের অংশী হব ও সুখময় জীবন ভোগ করার জন্য আমাদের উপযোগী করা হবে।

তিনি যেখানে আমাদের আহ্বান করছেন, এসো, ভরসা ভরে ও খুশি মনে সেখানে ছুটে যাই, সেই মেঘে প্রবেশ করি, সেই মোশি ও এলিয়ের মত, সেই যাকোব ও যোহনের মত হয়ে উঠি। সেই ঐশ্বরিক গৌরবের দর্শন যেমন পিতরকে আপন করে নিয়েছিল, এসো, এমনটা হতে দিই যেন সেই ঐশ্বরিক গৌরবের দর্শন আমাদেরও সম্পূর্ণ

রূপে আপন করে নেয়। এসো, এমনটা হতে দিই যেন আমরাও এই গৌরবময় রূপান্তর দ্বারা রূপান্তরিত হই ও জগতের বাইরে স্থানান্তরিত হয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গে উপনীত হই।

এসো, এই মাংস ত্যাগ করে ও সৃষ্টজগৎকেও ত্যাগ করে সেই স্রষ্টার দিকে ফিরি যাঁর কাছে আত্মহারা হয়ে ও ঐশ ভাবাবেশে আক্রান্ত হয়ে পিতর বলেছিলেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম' (মথি ১৭:৪)। হে পিতর, যিশুর সঙ্গে এখানে থাকা ও যুগ যুগান্তর ধরে এখানে অবস্থান করা সত্যিই উত্তম। কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার চেয়ে, তাঁর অনুরূপ হয়ে ওঠার চেয়ে, তাঁর আলোতে অবস্থান করার চেয়ে সুখময়, মূল্যবান ও পবিত্রতম আর কী বা আছে? অবশ্যই আমরা এক একজন অনুভব করছি আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন, আমরা এক একজন তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত। তবে এক একজন সানন্দে চিৎকার করুক, 'এখানে আমাদের থাকা উত্তম', কেননা এখানে সমস্ত কিছু দীপ্তি, সমস্ত কিছু পুলক, সুখ ও আনন্দোচ্ছ্বাস। প্রাণ যেখানে শান্তিতে, সুখে ও পরমানন্দে নিমজ্জিত, সেখানে, অর্থাৎ এইখানে থাকা উত্তম, কেননা এখানে খ্রিষ্ট আপন শ্রীমুখ দেখান, এখানে তিনি পিতার সঙ্গে বসবাস করেন।

আমরা যেখানে রয়েছি, ওই দেখ, তিনি ঠিক সেই স্থানে প্রবেশ করে বলছেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে' (লুক ১৯)। এখানে গচ্ছিত রয়েছে শাশ্বত যত ধন। এখানে ভাবী যুগগুলোর প্রথমফসল ও বিষয়সকলের প্রতিমূর্তি আয়নায়ই যেন প্রতিবিম্বিত।"

সুধী পাঠক / পাঠিকা অবশ্যই লক্ষ করেছেন, সপ্তম শতাব্দীর মানুষ সাধু আনাস্তাসিওস নিজের উপদেশে দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউস ও অরিগেনেসের ধারণা দু'টো প্রতিধ্বনিত ও বিকশিত করেন, তথা 'জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব, ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন', এবং প্রভুর রূপান্তর তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ফলত যিশুর সঙ্গে থেকে আমাদেরও রূপান্তর আমাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন

সূচীপত্র

পর্বের উৎপত্তি

সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে যিশুকে রোম সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চলের প্রদেশপাল পন্তিউস পিলাতের আদেশে ক্রুশে দেওয়া হয় (মথি ২৭:২৪; মার্ক ১৫:১৫; লুক ২৩:২৪; যোহন ১৯:১৬)। সেই অনুসারে সৈন্যেরা গলগথা নামে স্থানে (যার অর্থ হল খুলিতলা) যিশুকে ক্রুশে দেয় (মথি ২৭:৩৩; মার্ক ১৫:২২; লুক ২৩:৩৩; যোহন ১৯:১৭)। যিশুর মৃত্যুর পরে, সন্ধ্যায়, আরিমাথেয়া-বাসী যোসেফ নামক এক শিষ্য পিলাতের অনুমতি পেয়ে যিশুর দেহটি নিয়ে নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে দেন ও সেখানকার একটা বাগানের মধ্যে পাথরের গায়ে কাটা একটা নতুন সমাধিগুহার মধ্যে দেহখানিটা রাখেন যার মধ্যে কখনও কাউকে রাখা হয়নি (মথি ২৭:৫৯-৬০; মার্ক ১৫:৪৬; লুক ২৩:৫৩; যোহন ১৯:৪১-৪২)।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে যেরুশালেম ও তার মন্দির রোম সম্রাট বেস্পাসিয়ানুসের ছেলে তিতুসের সেনাবাহিনী দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এটাই সেই সময় যা বিষয়ে প্রভু যেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন 'তোমার উপর এমন দিনগুলো এসে পড়ছে যখন তোমার শত্রুরা তোমাকে চারদিকে অবরোধের বেষ্টনীতে বেঁধে রাখবে, তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তোমাকে সব দিক দিয়ে চেপে রাখবে, এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যে তোমার যত সন্তানকে মাটিতে আছাড় মরবে, তোমার অন্তঃস্থলে পাথরের উপরে পাথর থাকতে দেবে না' (লুক ১৯:৪৩-৪৪)। স্মরণযোগ্য বিষয়, সেসময়, বেশ কয়েক দশক আগেই খ্রিষ্টধর্মের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছিল ও সাধু পিতর ও পল অসংখ্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলেন।

১৩২-১৩৫ সালে রোম সম্রাট আদ্রিয়ানুস পুনরায় যেরুশালেম সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ করে সেটার উপরে আয়েলিয়া কাপিতোলিনা নামক একটা রোমীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন যেখানে, বলতে গেলে, কেবল রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যরাই বাস করত। ইহুদীদের

জন্য সেখানে প্রবেশ করার সেই নিষেধাজ্ঞাও তিনি জারি করেন যা দুই শতাব্দী ধরে বলবৎ থেকে যায়। সেইসঙ্গে তিনি ইউপিতের দেবের উদ্দেশে নিবেদিত একটা মন্দির নির্মাণ করান, ও কালক্রমে, একসময় যেখানে গলগথা স্থান ছিল, সেখানে আফ্রদিতে দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত একটা মন্দির নির্মাণ করা হয়। ইতিমধ্যে খ্রিষ্টধর্মের উপর নির্যাতন সারা রোম রাম্রাজ্যে চলতে থাকে।

৩১৩ সালে রোম সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্মকে বৈধ ধর্ম বলে ঘোষণা করেন, তাতে খ্রিষ্টধর্মের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়; সেইসঙ্গে উপাসনা করার জন্য ইহুদীদেরও যেরুশালেমে যাবার অনুমতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পৌত্তলিক হয়েও সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্ম বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মা হেলেনা খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন (বা হয় তো ঠিক সেসময়ই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন)। যাই হোক, সম্রাট কনস্তান্তিনুস মাকে নিযুক্ত করেন তিনি যেন পালেস্তাইনে গিয়ে খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন; তাতে [সাধ্বী] হেলেনা ৩২৬ সাল থেকে ৩২৮ সাল পর্যন্ত পালেস্তাইনে ও অন্যান্য প্রাচ্য অঞ্চলে যাত্রা করেন; সেই যাত্রার কথা কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস দ্বারা তাঁর লেখা 'খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস' পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত; তাতে আমরা জানতে পারি, সাধ্বী হেলেনা প্রভুর জন্মস্থান বেথলেহেমে ও প্রভুর স্বর্গারোহণের স্থান সেই জৈতুন পর্বতে দু'টো গির্জা নির্মাণ করান; গলগথায় আফ্রদিতে দেবীর উদ্দেশে যে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল, তিনি সেটা ধ্বংস করতে আদেশ করেন এবং কথিত আছে তিনি জায়গাটা খনন করাতে শুরু করে সেখানে তিনটে ক্রুশ আবিষ্কার করেন; সেই তিনটে ক্রুশের মধ্যে কোনটাই প্রভুর ক্রুশ তা জানবার জন্য তিনি মরণাপন্ন একটি মহিলা আনেন; মহিলাটি দু'টো ক্রুশ স্পর্শ করলে নিরাময় হয় না, কিন্তু তৃতীয় ক্রুশ স্পর্শ করা মাত্র সুস্থতা লাভ করে; তাতে সাধ্বী হেলেনা নিশ্চিত হন, সেটাই প্রভুর ক্রুশ। দিনটা ছিল ৩২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এ শেষ খবর যে কতটুকু নিশ্চিত, তা সন্দেহের বিষয়।

তবে, আসুন, নিশ্চিত ইতিহাসের কথায় ফিরে আসি। আনুমানিক ৩২৭ সালে রোম সম্রাট কনস্তান্তিনুসের আদেশ ক্রমে যেরুশালেমের বিশপ মাকারিওস গলগথা ও প্রভুর সমাধিগুহার স্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে গলগথা ও নিকটবর্তী স্থান খনন করান; এই

খনন-কর্মের ফলেই সেই তিনটে ক্রুশের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করা হয় ও বিশপ মাকারিওস কোন একটা পরীক্ষার ফলে সেগুলোর একটাকেই প্রভুর প্রকৃত ক্রুশ বলে ঘোষণা করেন। তাই সম্রাট কনস্তান্তিনুস সেই স্থানে পবিত্র সমাধি মহাগির্জা নির্মাণ করান ও প্রভুর ক্রুশের দু'টো অংশ শ্রদ্ধার জন্য রোমে ও কনস্তান্তিনোপলিসে প্রেরণ করা হয়।

পবিত্র সমাধি মহাগির্জার নির্মাণকর্ম ৩৩৫ সালে শেষ হলে মহাগির্জাটা সেই সালের ১৩ই সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা করা হয় ও পরদিন, অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বরে, ক্রুশটি মহাগির্জার বাইরে আনা হয় ও গোটা জনগণের সামনে প্রদর্শিত হবার জন্য উত্তোলন করা হয়। এজন্যই দিবসটা Exaltatio Sanctæ Crucis (এক্সাল্তাতিও সান্‌ক্তে ক্রুচিস) লাতিন নাম অর্জন করে যার অর্থ দাঁড়ায়, [গৌরবময় প্রদর্শনার্থে] 'পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন' (লক্ষণীয় বিষয় যে, সেই একই 'উত্তোলন' শব্দ ব্যবহৃত যা সুসমাচারে যিশুর বেলায়ও ব্যবহৃত, যোহন ৮:২৪; ১২:৩২ দ্রঃ)। কিন্তু ৬১৪ সালে পারস্য রাজ খস্রোভ (সেকালের পারস্য ভাষায়, [illegible]) যেরুশালেম দখল করে পবিত্র ক্রুশকে লুণ্ঠিত সম্পদ বলে দাবি করে পারস্যে নিয়ে যান; তথাপি ৬২৮ সালে খ্রিষ্টিয়ান সম্রাট হেরাক্লেইওস পারস্যদের পরাজিত করে পবিত্র ক্রুশকে যেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন, ও ক্রুশটি পুনরায় ভক্তজনদের সামনে উত্তোলন করা হয়। এই উপলক্ষেই ১৪ই সেপ্টেম্বরে পালিত 'পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন' মহাদিবসটা খ্রিষ্টমণ্ডলীর পর্বোৎসব পর্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন পর্বের আধ্যাত্মিকতা

এবিষয়ই স্মরণ করা বাঞ্ছনীয় যে, পাস্কাপর্বের পূর্ববর্তী পুণ্য শুক্রবারেও 'পবিত্র ক্রুশ আরাধনা' অনুষ্ঠান পালন করা হয়; কিন্তু দিনটি প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যন্ত্রণাভোগেরই স্মারক দিবস; অন্য দিকে 'পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন' পর্বটি প্রভুর ক্রুশকেই পরিত্রাণের চিহ্নরূপে তুলে ধরে: খ্রিষ্টীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে উত্তোলিত পবিত্র ক্রুশ হলো প্রভুর ভালবাসার মহাবিজয়ের চিহ্ন। অর্থাৎ, যা একদিন ছিল অপমানজনক মৃত্যুদণ্ডের চিহ্ন, সেই ক্রুশে যিনি উত্তোলিত হয়েছিলেন, সেই প্রভু যিশুখ্রিষ্টের গুণে ক্রুশ হয়ে উঠল এমন গৌরবের চিহ্ন যার উজ্জ্বলতা সারা বিশ্বের উপর বিস্তৃত। বাস্তবিকই পর্বটির মিসার প্রবেশ ধুয়োতে প্রেরিতদূত সাধু পলের একটা বাণী ভিত্তি করে (গা ৬:১৪) গান করা হয়, 'আমাদের

প্রভু যিশুখ্রিষ্টের ক্রুশেই আমাদের গর্ব করা সমীচীন: সেই ক্রুশেই রয়েছে আমাদের পরিত্রাণ, জীবন ও পুনরুত্থান, সেই ক্রুশ দ্বারাই লাভ করেছি পরিত্রাণ ও মুক্তি।'

ক্রুশ উত্তোলন পর্ব উপলক্ষে ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উচ্চারিত একটা উপদেশ উপস্থাপন করা উপকারী হতে পারে। তাঁর এ উপদেশ আনুমানিক ৬৯০ সালে উপস্থাপন করা হয়। উপদেশের শুরুতে তিনি ক্রুশ-আবিষ্কারের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছেন:

"সেই ক্রুশ যা কিছুকাল পূর্বে হিংসার দরুন লুক্কায়িত রয়েছিল, এবার পৃথিবীর বুক থেকে বের করা হয়েছে ও উত্তোলন করা হয়েছে। ক্রুশ যে অতিরিক্ত গৌরব লাভের উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে এমন নয় (যখন খ্রিষ্ট তার উপরেই বিদ্ধ হয়েছেন, তখন এর চেয়ে মহা গৌরব কী থাকতে পারে?), কিন্তু এ উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে, যাতে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যিনি পূজিত ও ক্রুশ দ্বারা যিনি প্রচারিত, সেই ঈশ্বরই যেন গৌরবে উত্তোলিত হন।

তাই সঙ্গতভাবেই কনে-মণ্ডলী প্রভুর ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে রাজসজ্জায় পরিবৃতা হয়ে আপন শ্রীমুখ সারা বিশ্বের উপর উজ্জ্বল করে তুলে এ জ্যোতির্ময় পর্বদিন আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। আবার সঙ্গতভাবেই আজ এ অপরিসীম লোকের ভিড় এখানে সমবেত হয়েছে প্রদর্শিত ক্রুশের দর্শন পাবার জন্য ও ক্রুশের উপরে উত্তোলিত খ্রিষ্টকে উপাসনা করার জন্য।

হ্যাঁ, [গৌরবে] উত্তোলিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ প্রদর্শিত হচ্ছে, ও প্রদর্শিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ উত্তোলিত। কোন্ ক্রুশ? ঠিক সেই ক্রুশ যা কিছুকাল আগ পর্যন্ত গলগথার উপরে লুক্কায়িত ছিল ও এখন সর্বস্থানে পূজিত। আজ আমরা তার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করছি; তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি: এ-ই আজকের উৎসবের ভিত, এ-ই ক্রুশ-রহস্যের ঘোষণা। কেননা এ সত্যিই আবশ্যক ছিল যে, লুক্কায়িত ও জীবনদায়ী সেই ক্রুশবৃক্ষ প্রকাশিত হবে (মথি ১০:২৬; মার্ক ৪:২৭; লুক ৮:১৭ দ্রঃ), ও *পর্বতের উপরে স্থিত এক নগরের মত* (মথি ৫:১৪) বা *দীপাধারে উত্তোলিত প্রদীপের মত* (মথি ৫:১৫) ক্রুশ সারা বিশ্বের কাছে প্রদর্শিত হবে।

এবার এসো, আমরা যারা খ্রিষ্টকে উপাসনা করি, ক্রুশের পরাক্রম কেমন মহান ও ঐশসঙ্কল্প ক্রমে তা দ্বারা কেমন অসংখ্য অলৌকিক কাজ সাধিত হয়েছে তা উপলব্ধি

করতে চেষ্টা করি, কেননা পুণ্যবান রাজা দাউদও বলেছেন: *পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা, তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ* (সাম ৭৪:১২)।

কেননা ক্রুশ দ্বারা যেন এক জাল দ্বারাই সর্বজাতিকে ধরা হয়েছে (মথি ১৩:৪৭ দ্রঃ), ও ক্রুশ সর্বস্থানে বিস্তার লাভ করেছে। লাঙলের মত ক্রুশ ব্যবহার করে খ্রিষ্টের শিষ্যেরা অনুর্বর মানবজাতিকে চাষ করলেন, ও মণ্ডলীর মাঠ এতই উর্বর করলেন যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত এই বিরাট ফসল সংগ্রহ করলেন। ক্রুশ দ্বারা সুস্থির হয়ে সাক্ষ্যমরেরা নিহত অবস্থায় পতিত হয়েও নিজেদের নির্যাতনকারীদের আঘাতগ্রস্ত করলেন। ক্রুশ দ্বারাই খ্রিষ্ট পরিচিত হলেন, ও মণ্ডলী পবিত্র শাস্ত্র ধ্যানে সর্বদা রতা হয়ে স্বয়ং ঈশ্বর ও অনন্য প্রভু সেই ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্টযিশুকে উপস্থাপন করে যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক* (মথি ১৬:২৪; মার্ক ৮:৩৪)। আমরা যারা ক্রুশের আলোতে চলি, তার সঙ্গে গৌরবান্বিত হব, ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করব, ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে নেচে নেচে সেই ত্রিত্বের গুণকীর্তন করব, যে ত্রিত্ব পিতাতে ও পুত্রে ও পবিত্র আত্মায় এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে পূজিত। আমেন।”

আজকালে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে পর্বোদ্‌যাপন

পর্বটি প্রাচীন (তথা অর্থডক্স, লাতিন ইত্যাদি) মণ্ডলীগুলো ও বিগত কয়েক শতাব্দীতে উদ্ভূত প্রায় সকল মণ্ডলী দ্বারা ১৪ই সেপ্টেম্বরে পালিত, যদিও প্রাচীন কয়েকটা মণ্ডলী ১৩ই বা ১৫ই সেপ্টেম্বরে পর্বটি পালন করে; তবু সবগুলো উপরোল্লিখিত ঘটনা তিনটে তথা (১) সাধ্বী হেলেনার আবিষ্কার, (২) পবিত্র সমাধি মহাগির্জা পতিষ্ঠাদিবস ও ক্রুশ-উত্তোলন এবং (৩) অপহৃত ক্রুশটিকে সম্রাট হেরাক্লেইওস দ্বারা যেরুসালেমে ফিরিয়ে আনা ও সেটিকে উত্তোলন স্মরণ করে।

পবিত্র সমাধি মহাগির্জার নকশা

সূচীপত্র

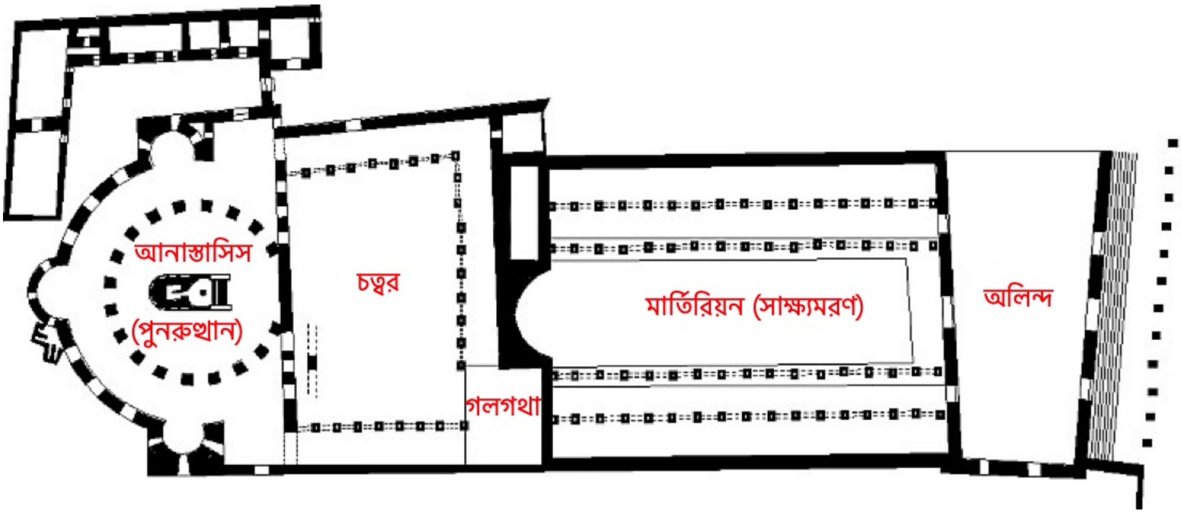

বর্তমান মহাগির্জাটির বিস্তারিত তথ্য এ লিংকে পাওয়া যায়।
গুগল ম্যাপে যেরুশালেমে পবিত্র সমাধি মহাগির্জা।